যুগান্তর

তারিখ ২৪. JUN. 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (শেষ পর্ব)

অছাত্র-বিবাহিত সভাপতির ভরসা 'বহিষ্কৃত ও অস্ত্রধারী নেতাকর্মীরা'

হাসান আদিব, *রাবি থেকে*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মিজানুর রহমান রানা ছাত্রত্ব শেষ করেছেন প্রায় ৩ বছর আগে। নেতা হওয়ার আগে বিয়েও করেছেন তিনি। তার কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে গত বছরের ২২ জুলাই। এর মধ্যে ২০১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্যে সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে হামলা চালিয়ে দেশব্যাপী সমালোচনার মুখে পড়ে রানার নেতৃত্বের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ।

এছাড়া অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারপিট, হল ক্যান্টিনে ফাও খাওয়া, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের হুমকি, শিক্ষককে গালিগালাজ ও হুমকি-ধমকিসহ যাবতীয় অপকর্মের ঘটনায় তার প্রত্যক্ষ মদদ থাকার জোরাল অভিযোগ রয়েছে। দলীয় দুই নেত্রীকে যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে সভাপতি রানার বিরুদ্ধে। এমনকি এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ও রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটনের কাছে লিখিত অভিযোগও দিয়েছেন ওই দুই নেত্রী। আর তার বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ সংগঠন ছাত্রশিবিরের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে চলার অভিযোগ অনেক পুরনো।

এসব ঘটনা ছাড়াও অন্যান্য অপকর্মের ঘটনায় কেন্দ্র থেকে বহিষ্কৃত নেতা কিংবা বহিষ্কারের জন্য নিজেই সুপারিশ করে ফের ওইসব নেতাদের নিয়েই চলাফেরা করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সদ্য বিদায়ী সভাপতি আশরাফুল ইসলাম ইমনের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল ফোনে কথা বলার ফোন রেকর্ড নেতাকর্মীদের হাতে হাতে ছড়িয়ে গেছে। এমনকি তার কমিটির সাধারণ সম্পাদক এসএম তৌহিদ আল হোসেন তুহিনসহ ছাত্রলীগের আরও দু'নেতার ওপর শিবিরের হামলার ঘটনায় তার যোগসাজশ ছিল বলে সংগঠনের অধিকাংশ নেতারা অভিযোগ করেছেন। এত কিছুর পরও বহাল-তবিয়তে আছেন ছাত্রলীগের এ নেতা। একের পর এক অপকর্মকারীদের আশ্রয় দেয়ায় সভাপতি নেতাকর্মীরা : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

নেতাকর্মীরা : অস্ত্রধারী

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রানার সঙ্গে এখন মুখোমুখি অবস্থানে সিনিয়র নেতারা। বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগে বিদ্রোহ শুরু হয়েছে। নেতাকর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা চলছে। এরকম কথা বেশ কিছুদিন ধরে লোকমুখে শোনা গেলেও ১৭ জুন রাতে ছাত্রলীগের অফিসিয়াল পেজ থেকেই তা অকপটে স্বীকার করা হয়েছে। বিদ্রোহ, উত্তেজনার ঘটনা তো আছে, বরং পোস্টটিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়েছে, 'রাবি ছাত্রলীগের কেউ আর মানতে চাইছে না ক্যাম্পাসের গডফাদারকে।' ক্যাম্পাসের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, গডফাদার বলতে বর্তমান সভাপতি রানাকেই বোঝানো হয়েছে। ফেসবুকের ওই পোস্টে ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়।